

যশি খ্রিস্টেরে প্রকাশতি বাক্য - নম্বর পাঁচ

ইশাইয়া চল্লিশি: সান্ত্বনা দাও, সান্ত্বনা দাও

Jeff Pippenger

2023-10-25

ইশাইয়াহ চল্লিশিরে প্রথম সতরেো পদে, ভবষিদ্বাণীতে এক লক্ষ চুয়াল্লিশি হাজারে অবস্থান সাড়ে তিনি দিনেরে শেষে নির্ধারতি হয়ছে—যখনে তারা রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়ে ছলি, যখন পৃথিবী আনন্দ করছলি। সমস্ত নবী একে অপররে সঙ্গে একমত, এবং তারা য়ে ভবষিদ্বাণীমূলক ঘটনাগুলো উপস্থাপন করনে সগেলেো সবসময় অন্য নবীদরে সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে, কারণ ঈশ্বর বশিঙ্খলার স্রষ্টি নন।

আর ভাববাদীদরে আত্মারা ভাববাদীদরে অধীন থাকে। কারণ ঈশ্বর বশিঙ্খলার কর্তা নন, বরং শান্তরি; যমেন পবতিরদরে সকল মণ্ডলীতে। ১ করিন্থীয় ১৪:৩২, ৩৩।

সান্ত্বনাকারী, যাকে যীশু তাঁর অনুপস্থতিতে পাঠানোর প্রতশিরুতি দিছেলিনে, যশাইয়ার শেষে ভবষিদ্বাণীমূলক আখ্যান গঠতি ছাব্বশিটি অধ্যায়েরে প্রথমটির প্রথম পদরে একবোর প্রথম শব্দগুলতিহে স্থাপতি হয়ছে: "সান্ত্বনা দাও, সান্ত্বনা দাও আমার প্রজাদরে," তোমাদরে ঈশ্বর বলনে। 'প্রথম উল্লেখেরে নয়িম' জোর দিছে বলে য়ে পরবর্তী ছাব্বশিটি অধ্যায় সান্ত্বনাকারীর আগমনেরে পরপূরণ ও চূড়ান্ত পরপূরণেরে প্রক্ষেতি বোঝা উচতি।

আর আমি পিতার কাছে প্রার্থনা করব, এবং তিনি তোমাদরে আরকেজন সান্ত্বনাকারী দবেনে, যনে তিনি চরিকাল তোমাদরে সঙ্গে থাকনে। ... কনিতু সেই সান্ত্বনাকারী, অর্থাৎ পবতির আত্মা, যাকে পতি আমার নামে পাঠাবনে, তিনি তোমাদরে সবকিছু শখোবনে এবং আমি তোমাদরে যা যা বলছে, তা সব তোমাদরে স্মরণ করিছে দবেনে। যোহন ১৪:১৬, ২৬।

মলিরাইটদেরে ইতিহাসেরে মধ্যরাত্রির আহ্বান এক লক্ষ চুয়াল্লিশি হাজারেরে ইতিহাসে পুনরাবৃত্তি হয়।

একটি বিশ্ব অধার্মকিতা, প্রতারণা ও বিভিন্নে নমিজুজতি, মৃত্যুর ছায়াতেই—ঘুমিছে, ঘুমিছে আছে। তাদরে জাগাতে আত্মার যন্ত্রণা কে অনুভব করছে? কোন্ কণ্ঠস্বর তাদরে কাছে পৌঁছতে পারে? আমার মন ভবষিযতরে সেই সময়ে চলে গেলে, যখন সংকতে দেওয়া হবে। 'দেখো, বর আসছনে; তোমরা বেরিছে গিছে তোঁর সাক্ষাৎ করতে যাও।' কনিতু কটে কটে তাদরে প্রদীপ পুনরায় পূরণেরে তলে সংগ্রহ করতে দরেকিরবে, আর খুব দরেতি তারা জানতে পারবে য়ে তলে দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা য়ে চরতির, তা হস্তান্তরযোগ্য নয়। রভিডি অ্যান্ড হরোল্ড, ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬।

প্রশ্ন করা হয়ছে, "কোন্ কণ্ঠস্বর পারে" "জাগাতে" তাদরে যারা "ঘুমিছে" আছে? ইশাইয়ার চল্লিশি নম্বর অধ্যায়ে য়ে "কণ্ঠস্বর" তাদরে জাগায়, সটোই সেই "কণ্ঠস্বর" যা "অরণ্যে" "ডাকে"।

তোমরা যরিশালমেকে সান্ত্বনার কথা বলো, এবং তার কাছে ঘোষণা করো য়ে তার সংগ্রাম শেষে হয়ছে, য়ে তার অপরাধ ক্ষমা করা হয়ছে; কারণ সয়ে তার সমস্ত পাপেরে জন্য প্রভুর হাত থেকে দ্বিগুণ পয়েছে। অরণ্যে য়ে "চরিকার" করে, তার "কণ্ঠ"। ...

যশাইয় ৪০:২, ৩.

মধ্যরাত্রির আহ্বানরে বার্তাই শেষে বৃষ্টির বার্তাও।

আপনারা প্রভুর আগমনকে অত্য়ন্ত দূরে ব্যাপার করে তুলছেন। আমি দিখেছি, শেষে বৃষ্টি মধ্যরাত্রির আহ্বানরে মতোই [ততটাই হঠাৎ করে] আসছে, এবং দশ গুণ শক্তি নিয়ে। Spalding and Magan, 5.

ঈশ্বররে বাক্যে যে বহু প্রতীক পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে এমন একটি প্রতীক আছে যা শেষে বৃষ্টির বার্তাকে উপস্থাপন করে; এটি হিলো শব্দ বা বাক্যাংশরে দ্বিগুণ পুনরাবৃত্তির দ্বারা চহ্নিতি একটি প্রতীক। শব্দ বা বাক্যাংশরে দ্বিগুণ পুনরাবৃত্তি শেষে কালরে মধ্যরাত্রির ডাক, অর্থাৎ শেষে বৃষ্টির বার্তার প্রতীক। “সান্ত্বনা দাও” কথাটির দ্বিগুণিতির প্রতীকীতা ইশাইয়াহ বইয়রে চল্লিশ অধ্যায়রে আরম্ভকে অপেক্ষার সময়ে স্থাপন করে, যখন দশ কুমারীর দৃষ্টান্তে মধ্যরাত্রির ডাক নামে যে বার্তাটি উপস্থাপিত হযছে, সটে চহ্নিতি হযে পরে ঘোষণা করা হবে। সে সময়ে, খ্রিস্ট ঘুমন্ত কুমারীদের জাগিয়ে তুলতে সান্ত্বনাকারীকে পাঠান; যাঁদেরে ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে ঘুমন্ত বলে উপস্থাপন করা হযছে, এবং কছি কছি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অংশে যাঁদেরকে মৃত্যু-নদিরায় শয়নরত বলেও দেখানো হযছে। ইশাইয়াহ চল্লিশরে প্রথম পদটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে ১৮ জুলাই, ২০২০-এর হতাশার ‘পরে’ সাড়ে তনি প্রতীকী দনি পরে অবস্থতি, কারণ তখনই যাঁরা ঘুমিয়ে আছে তাঁদেরে জাগাতে সান্ত্বনাকারীকে পাঠানো হয। সাড়ে তনি দনি একটি মিরুপ্রান্তররে প্রতীক, এবং সখোন থেকেই ‘কণ্ঠস্বর’ ‘ডাক’ দতিে শুরু করে।

প্রকাশতি বাক্য ১১, ইজকেয়িলে ৩৭, মথি ২৫, মলিরাইটদেরে ইতহিস (যে মলিরাইট ইতহিসরে একই মাইলফলক প্রতীকটি সংস্কার আন্দোলনে দেখা যায়, সগেলসিহ), মলিতি হযে নদিরতি কুমারীদের জাগিয়ে তোলার একটি ‘নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া’ চহ্নিতি করে। প্রক্রিয়াটি শুরু হয হতাশার সময়ে কুমারীদের ঘুমিয়ে পড়ার মধ্য দয়িে। হতাশা থেকে যে অপেক্ষার সময় শুরু হয, শেষে পর্যন্ত সটেই অপেক্ষার সময় হিসবে স্বীকৃত হয। অপেক্ষার সময়রে শেষে ‘মধ্যরাত্রির আহ্বান’ বার্তাটি বিকশতি হয। বার্তাটি প্রতীকিত হলে, তা অবরিত ঘোষণা করা হয যতক্ষণ না তা তার চূড়ান্ত শখির, অর্থাৎ বচিরে, পৌঁছে।

যশাইয় গ্রন্থে ‘কণ্ঠস্বর’ রূপে উপস্থাপিত বার্তাবাহক জিজ্ঞাসে করলনে, কোন বার্তাটি ঘোষণা করতে হবে? তাকে প্রতীকী ভাষায় ইসলামরে বার্তা উপস্থাপন করতে বলা হযছে। ইসলামরে ভাববাদী বার্তাকে শীঘ্র আগত রববার আইন থেকে আলাদা করা যায় না, কারণ ইসলাম একটি তুরীর শক্তি, এবং প্রকাশতি বাক্য গ্রন্থরে সাত তুরী রববার আইন প্রণয়নকারী শক্তিগুলোর ওপর ঈশ্বররে বচিরকে প্রতিনিধিত্ব করে। সেই শক্তিগুলো ছিল ৩২১ খ্রিস্টাব্দে পৌত্তলকি রোম—ডরাগনরে প্রতীক; ৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে পাপাল রোম—জনতুর প্রতীক; এবং যুক্তরাষ্টরে শীঘ্র আগত রববার আইন—মথিয়া ভাববাদীর প্রতীক।

অরণ্যে ক্রন্দনরত যে ‘কণ্ঠ’ কোন বার্তা ঘোষণা করতে ছিল, সেই বার্তার পরচয় নিরধারণরে প্রসঙ্গে এই প্রতীকিত হযে ছিল যে ঈশ্বররে বাক্য কখনো ব্যর্থ হয না। ‘ঈশ্বররে বাক্য কখনো ব্যর্থ হয না’—এই প্রতীকিত হযে আশ্বাসটি সেই একই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রক্বেপটে অবস্থতি, যা হাবাক্কুক বইয়রে দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় পদে এভাবে প্রকাশতি হযছে: “শেষে তা কথা বলবে, মথিয়া বলবে না: যদপি তা বলিম্ব করে, তার জন্য অপেক্ষা কর; কারণ তা নিশ্চয়ই আসবে, তা বলিম্ব করবে না।” ইসলামরে বার্তা কখনো

ব্যর্থ হবো না, তা নিশ্চয়ই আসবে। ইশাইয়া বইয়ের চল্লিশতম অধ্যায়ের শেষে পদটি হাবাক্কুককে দর্শনের জন্য অপেক্ষমাণদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।

কিন্তু যারা সদাপ্রভুর জন্য অপেক্ষা করে, তারা নতুন শক্তি লাভ করবে; তারা ঈগলের মতো ডানা মলে উড়ে উঠবে; তারা দৌড়াবে, এবং ক্লান্ত হবো না; তারা চলবে, এবং অবসন্ন হবো না। ইশাইয়া ৪০:৩১।

"সাত বজর"-এর "গোপন ইতিহাস", যার সীলমোহর এখন খোলা হচ্ছে, তিনটি মাইলফলককে চিহ্নিত করে, যা হতাশা দিয়ে শুরু হয় এবং হতাশাতাই শেষে হয়। সেই প্রতীকী ইতিহাসে, দুটি সময়পর্ব দ্বারা পৃথক তিনটি মাইলফলক আছে। একটি হতাশা অপেক্ষাকালরে সূচনা করে। সেই অপেক্ষাকাল সংশোধিত বারতা ও "মধ্যরাত্রির আহ্বান"-এর ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে নিয়ে যায়। "মধ্যরাত্রির আহ্বান"-এর বারতা সেই বারতাটি প্রচারের একটি সময়কাল শুরু করে, যা দ্বিতীয় একটি হতাশায় গিয়ে পৌঁছায়, যা "বাচার" হিসেবে উপস্থাপিত। দুটি সময়পর্ব দ্বারা পৃথক সেই তিনটি ধাপ "আলফা ও ওমেগা"কে প্রতিনিধিত্ব করে, যেন তিনটি ইব্রু শব্দ "সত্য"-তে গঠিত।

ইজকেয়ীলে ৩৭-এ, ইজকেয়ীলে এছাড়াও ইশাইয়া ৪০-এর "কণ্ঠস্বর"-এর প্রতিনিধিত্ব করেন। ইশাইয়া ৪০-এ সেই কণ্ঠস্বরের জিজ্ঞাসে করে, "আমাকী ঘোষণা করবে?" ইজকেয়ীলে ৩৭-এর ৭ পদে, সেই "কণ্ঠস্বর" তখন "ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যেন" তিনি "আদেশে পয়েছিলেন।"

তাই আমি আদেশমতে ভাববাণী করলাম; আর আমি ভাববাণী করতই এক শব্দ হলো, দেখে, এক কম্পন, এবং অস্থগিলি একত্র হলো, অস্থ অস্থরি সঙ্গুগে। আর আমি দেখলাম, দেখে, তাদের উপর শরী ও মাংস উঠল, এবং চর্ম তাদের উপর ঢেকে দলি; কিন্তু তাদের মধ্যে নিশ্বাস ছিল না। ইজকেয়ীলে ৩৭:৭, ৮।

ইজকেয়ীলের প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী হাড় ও মাংসকে একত্র করছিল, কিন্তু তারা তখনও জীবিত ছিল না। তাই ইজকেয়ীলে আদেশমতো দ্বিতীয়বার ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী দহেগলোকে জীবিত করল। এই দুই ভবিষ্যদ্বাণী আদমের সৃষ্টির দ্বারা প্রতীকায়িত।

আর সদাপ্রভু ঈশ্বর ভূমির ধূলি দিয়ে মানুষকে গঠন করলেন, এবং তার নাসারন্ধরে জীবনের শ্বাস ফুকলেন; আর মানুষ এক জীবন্ত আত্মা হলো। আদি পুস্তক ২:৭।

শুকনো মৃত অস্থগিলোকে জীবিত করার দুই-ধাপের প্রক্রিয়ার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় আদম সৃষ্টিতে; এতে জোর দেওয়া হয়েছে যে ঈশ্বরের ভাববাণীমূলক বাক্যও তাঁর সৃষ্টিশক্তি ঈশ্বর প্রথম আদমকে "গঠন" করলেন, এবং ইজকেয়ীলের প্রথম ভাববাণী অস্থগিও দহেগলোকে একত্র করল; তারপর ঈশ্বর "তার নাসারন্ধরে প্রাণের শ্বাস ফুকলেন; এবং মানুষ হল জীবন্ত আত্মা।"

ইজকেয়ীলের দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী ছিল "বাতাসের প্রত্যা" হাড়গুলোর প্রত্যা, কারণ তাকে বলা হয়েছিল "বাতাসকে বল," "হে নিশ্বাস, চার দিকের বাতাস থেকে এসো, এবং এই নিহিতদের ওপর নিশ্বাস দাও, যাতে তারা বাঁচবে।" ইজকেয়ীলের দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী, যা মৃত দহেগলোকে এক শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে জীবিত করে তোলবে, তা নিরীদশেতি ছিল মৃত দহেগলোর প্রত্যা, বরং বাতাসের প্রত্যা এটি ছিল বাতাসকে আদেশে যে, সে দহেগলোর ওপর নিশ্বাস দেবে। ঈশ্বরের বাক্যে "নিশ্বাস" শব্দটি প্রথম উল্লেখ হয়েছে আদমের সৃষ্টিতে, এবং সেখানে এটি জীবন-শ্বাস হিসেবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে; আর যা মৃত দহেগলোর

মধ্যে জীবন আনে, তা আসে চার দিকেরে বাতাস থেকে।

স্বরূপদূতরা চার দিকেরে বাতাস ধরে রেখেছেন; তা এক করুদধ ঘোড়ার মতো, যা বন্ধন ছাড়ে মুক্ত হয়ে সমগ্র পৃথিবীর মুখমণ্ডল জুড়ে ধেয়ে যেতে উদগ্রীব, যার পথে ধ্বংস ও মৃত্যু বয়ে আসে।

"আমরা কি চিরন্তন জগতের একবোরে দ্বারপ্রান্তে এসে ঘুমিয়ে পড়ব? আমরা কি নীরস, শীতল ও মৃত হয়ে থাকব? আহা, আমাদের গরিজাগুলিতে যেন ঈশ্বরের আত্মা ও শ্বাস তাঁর লোকদের মধ্যে ফুঁকে দেওয়া হয়, যাতনে তারা নিজদের পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাঁচতে পারে।"
Manuscript Releases, খণ্ড ২০, পৃষ্ঠা ২১৭.

এখানে দুটি প্রশ্ন হলো— আমরা কি ঘুমাব, আর আমরা কি মৃত হব?... একই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অবস্থার জন্য দুটি পরিভাষা। স্বরূপদূতেরা যে চার বাতাসকে ধরে রেখেছেন, সে চার বাতাসেরে বার্তাই সেই বার্তা যা ঈশ্বরেরে নশ্বাসকে মৃতদেরে মধ্যে প্রবেশে করায় এবং তাদেরকে দাঁড় করিয়ে জীবিত করে তোলে। চার বাতাসেরে বার্তাই ইসলামেরে করুদধ ঘোড়ার বার্তা। প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে চার বাতাসেরে বার্তাটি ইলো সলি করার বার্তা। প্রকাশিত বাক্যেরে সাত অধ্যায়ে এক থেকে তিন নম্বর পদে থাকা সলি করার বার্তাটি জানায় যে ঈশ্বরেরে দাসদেরে সলি করা না হওয়া পর্যন্ত চার বাতাস আটকে রাখা আছে।

আর এই বিষয়গুলোর পরে আমি দেখলাম, পৃথিবীর চার কোণায় চারজন স্বরূপদূত দাঁড়িয়ে আছে; তারা পৃথিবীর চার দিকেরে বাতাসকে ধরে রেখেছে, যাতনে বাতাস পৃথিবীর উপর, সমুদ্রের উপর, কংবা কোনো গাছের উপর না বয়ে যায়। আর আমি দেখলাম, আরকেজন স্বরূপদূত পূর্ব দিক থেকে উঠে আসছে; তার কাছে জীবন্ত ঈশ্বরেরে সীল ছিল; এবং তিনি উচ্চ স্বরে চিৎকার করে সেই চারজন স্বরূপদূতকে বললেন, যাদেরকে পৃথিবী ও সমুদ্রকে ক্షত করার ক্షমতা দেওয়া হয়েছিল, বললেন, যতক্షণ না আমরা আমাদের ঈশ্বরেরে দাসদেরে তাদেরে কপালে সীল করি, ততক্షণ তোমরা পৃথিবীকে, সমুদ্রকে, কংবা গাছপালাকে ক্షত করো না। প্রকাশিত বাক্য ৭:১-৩.

এজকেয়িলেরে দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল বায়ুর উদ্দেশে, এবং যে জীবন বায়ু দেহগুলোর মধ্যে পৌঁছে দিয়েছিল, তা এসেছিল চার বায়ুর বার্তা থেকে। এজকেয়িলে সাইতুরশিরে আট থেকে দশ পদে, যখন 'বায়ু' বা 'শ্বাস' শব্দটি এসেছে, পরতটি ক্షতেরেই একই হিব্রু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ঈশ্বরেরে আদামেরে মধ্যে প্রাণেরে শ্বাস ফুঁকছিলেন, এবং এজকেয়িলে প্রাণেরে শ্বাস হলো চার বায়ু থেকে আসা এক লক্ষ চ্যাললিশ হাজার জনকে সলিমোহর করার বার্তা। সেই বার্তাই মৃত্যুর উপত্যকায় প্রথম বার্তার দ্বারা একত্রিত করা দেহগুলিতে ঈশ্বরেরে সৃজনশক্তি পৌঁছে দেয়। চার বায়ুর বার্তা হল রববারেরে আইনেরে কারণে ইসলামেরে দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রেরে ওপর বচিতার আসার বার্তা। এটাই মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা।

সাত বজ্রধ্বনরি গোপন ইতিহাস একটা ইতিহাস দিয়ে শুরু হয়, যা প্রতীক্షার সময়েরে সূচনা করে। প্রকাশিত বাক্যেরে একাদশ অধ্যায়ে, ২০২০ সালের ১৮ জুলাই যখন দুই নবী নহিত হন, তখন প্রতীক্షার সময় শুরু হয়। যখন প্রভু ইজকেয়িলকে জিজ্ঞেসে করলেন, রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়ে থাকা সেই দুই সাক্ষী কি জীবিত হতে পারে, তখন ইজকেয়িলে মৃতদেরে মধ্যেই ছিলেন।

প্রভুর হাত আমার উপর ছিল, এবং তিনি প্রভুর আত্মায় আমাকে বেরে করে নিয়ে গেলেন এবং আমাকে এমন এক উপত্যকার মাঝখানে বসালেন, যা অস্থিত পূরণ ছিল। তিনি আমাকে সেগুলোর চারদিকে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেন; আর দেখে, উন্মুক্ত উপত্যকায়

ছলি অসংখ্য অস্থি; আর দেখে, সগেলো ছলি অত্বনত শুকনো। তনি আমাকে বললনে, মানুষের সন্তান, এই অস্থিগুলো কজীবতি হতে পারে? আমি উত্তর দলাম, হে প্রভু ঈশ্বর, তুমি জানো। ইজকেয়িলে ৩৭:১-৩।

সপ্তম পদে, যখন ইজকেয়িলে দুটি ভাববাণীর মধ্য প্রথমটি উচ্চারণ করনে, বার্তাটি ছিল সহজভাবে, "হে শুকনো হাড়গোড়, প্রভুর বাক্য শোনো।" যোহন প্রকাশতি বাক্যে লখিছেনে, "ধন্য তারা, যারা এই গ্রন্থের ভাববাণীর বাক্যগুলো শোনো।" ইজকেয়িলে মৃত শুকনো হাড়গুলিকে ধন্যদরূপে উপস্থাপন করনে—যারা প্রভুর বাক্য শোনার জন্য ইজকেয়িলের আদেশে শোনে; আর তাঁর বাক্যই সত্য। ইজকেয়িলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, যারা ঈশ্বরের বাক্য শোনে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা হয়ছে।

তনি আমাকে বললনে, 'মানবপুত্র, তোমার পায়ে উপর দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গ কথ্য বলব।' তনি যখন আমার সঙ্গ কথ্য বললনে, তখন আত্মা আমার মধ্য প্রবেশ করল এবং আমাকে পায়ে উপর দাঁড় করাল; তখন আমি তাঁর কথ্য শুনলাম, যনি আমার সঙ্গ কথ্য বললনে। ইজকেয়িলে ২:১, ২।

প্রকাশতি বাক্যের ১১ অধ্যায়ে, যখন মৃতদেহগুলো প্রভুর বাক্য শোনে, সান্ত্বনাকারী তাদের মধ্য প্রবেশ করে এবং তারা পায়ে দাঁড়ায়। তাদের পায়ে দাঁড় করায় সান্ত্বনাকারীই।

আর সাড়ে তনি দনি পর ঈশ্বরের কাছ থেকে জীবনের আত্মা তাদের মধ্য প্রবেশ করল, এবং তারা তাদের পায়ে দাঁড়াল; এবং যারা তাদের দেখল তাদের ওপর মহাভয় নমে এল। প্রকাশতি বাক্য ১১:১১।

মৃতদের উঠে দাঁড়ানোটি হলে একটি দুই-ধাপের প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ, যা তাদের কবর থেকে উঠিয়ে আনে, যাতে তারা রববারের আইনের বিচারের সময় উত্তোলিত পতাকা হয়ে ওঠে। যখন তারা একাদশ অধ্যায়ে উঠে দাঁড়ায়, তখন যারা তাদের দেখে, তাদের ওপর "মহা ভয়" নমে আসে।

আর ভয়ে সে তার দুর্গে পালিয়ে যাবে, এবং তার রাজপুত্রের পতাকার ভয়ে আতঙ্কিত হবে, প্রভু বলনে, যার আগুন সযিানে, এবং যার চুল্লি যিরিশালমে। যশাইয় ৩১:৯।

মলিরাইট ইতিহাসের মধ্যরাত্রির আহ্বান বার্তাটি ছিল দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার দ্বিতীয় অংশ। দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তা মলিরাইটদেরকে তখন বাবিলের কন্যা বলে চিহ্নিত গরিজাগুলো থেকে পৃথক করছিল, এবং বিশ্বস্তদেরকে আহ্বান করা হয়েছিল যনে তারা বেরিয়ে এসে মলিরাইটদের পাশে দাঁড়ায়। ওই বার্তার দ্বারা বশ্বাসীদের একটি 'দেহ' গঠিত হয়েছিল, এবং তারপর দ্বিতীয় ধাপ ছিল মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা, যা এসে দ্বিতীয় বার্তার সঙ্গ যুক্ত হয়ে তাতে শক্তিসংযোজন করছিল। এরপর মলিরাইটরা এক শক্তিশালী সনোদলে পরণিত হলো, যারা বার্তাটি জিলোচ্ছবাসের মতো সারা দেশে ছড়িয়ে দিল। ওই দুই-ধাপের প্রক্রিয়াই প্রকাশতি বাক্য আঠারো অধ্যায়ে দুটি কণ্ঠস্বর, এবং এটি ইজকেয়িলে উল্লেখিত শুকনো হাড়গুলোর পুনরুত্থানের অভিন্ন প্রক্রিয়া, যারা প্রকাশতি বাক্য এগারো অধ্যায়ে রাস্তায় নহিত হয়েছিল।

"স্বর্গ হতে আগত সেই পরাক্রান্ত স্বর্গদূতকে সহায়তা করতে স্বর্গদূতের প্রেরিত হলনে, এবং আমি এমন সব কণ্ঠস্বর শুনলাম, যা সর্বত্র ধ্বনিত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে— 'তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসো, হে আমার লোকেরো, যাতে তোমরা তার পাপসমূহে অংশীদার না হও, এবং তার বপিদসমূহ প্রাপ্ত না হও; কারণ তার পাপ স্বর্গ পরন্ত পৌছেছে, এবং ঈশ্বর তার অন্যাযসমূহ স্মরণ করছেন।' এই বার্তাটি তৃতীয় বার্তার

একটি সংযোজন বলছে মনে হলো, এবং সটেরি সঙ্গে যুক্ত হলো, যমেন ১৮৪৪ সালে মধ্যরাত্রির ডাক দ্বিতীয় স্ববর্গদূতের বার্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।" Spiritual Gifts, খণ্ড ১, ১৯৫, ১৯৬.

সাতটি বিজ্ঞানধ্বনি গোপন ইতিহাসের প্রথম পথচিহ্ন হলো সেই হতাশা, যা প্রতীক্ষার সময়ের সূচনা করে। প্রতীক্ষার সময়কে সাড়ে তিন দিনের এক সময়কাল হিসেবে চিত্রিত করা হয়; এই সাড়ে তিন দিনটি অরণ্যের প্রতীক। অরণ্যে চল্লিশ বছরের ভ্রমণের শেষে, যিশীশুয়া এক শক্তিশালী সনোবাহিনীকে প্রতর্শিত দশে নিয়ে গিয়েছিলেন। সাড়ে তিন দিনের শেষে, ইজকেয়িলকে মৃত্যুর উপত্যকায় নিয়ে যাওয়া হয়, এবং তাকে বলা হয় মৃত দেহগুলিকে আদেশে দিতে: "প্রভুর বাক্য শোনাও।" ইজকেয়িলে অরণ্যে আহ্বানরত এক "কণ্ঠস্বর"। প্রভুর বাক্য শোনার সেই আদেশে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে একত্র করে, কিন্তু তারা তখনও জীবিত নয়, তারা তখনও সনোবাহিনী নয়, তারা তখনও মোহরপ্রাপ্ত নয়। ইজকেয়িলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উচ্চারিত "প্রভুর বাক্য" বুঝিয়ে দেয় যে, সান্ত্বনাকারী যখন আগমন করেন, ঈশ্বরের লোকেরা দাঁড়ায়, এবং একই সঙ্গে প্রভুর বাক্য শোনে। খ্রিস্ট প্রতর্শিত দিচ্ছেলিনে যে তিনি সান্ত্বনাকারীকে পাঠাবেন, রাস্তার মধ্যে তাদের হত্যা হওয়ার সাড়ে তিন দিন পরে।

দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর, 'যারা এখনও জীবিত নয়' সেই দেহগুলোকে দ্বিতীয় এক ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া হবে। যিশীশুয়া গ্রন্থে 'অরণ্যে যে কণ্ঠ চিহ্নিকার করে', সে জিজ্ঞাসা করে, তাকে কোন ভবিষ্যদ্বাণী চিহ্নিকার করে জানাতে হবে? ইজকেয়িলে এবং যিশীশুয়া চল্লিশ অধ্যায়ে সেই 'কণ্ঠ'—উভয়কে যে 'বার্তা' ঘোষণা করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা ইসলামের বার্তা। যখন সেই ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করা হয়, তখন 'আদম' এক প্রবল সনোবাহিনী হিসেবে জীবিত হয়ে ওঠে। এরপর জীবিত দুই সাক্ষী, শিগিরিই প্রণয়ন হতে যাওয়া সানডে আইনের কারণে, মার্কনি যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ইসলামের বিচারের বার্তা ঘোষণা করে। সানডে আইনের বিচার হলো সাতটি বিজ্ঞানধ্বনি গোপন ইতিহাসের তৃতীয় পথচিহ্ন। যখন তা পূরণ হয়, তখন সেই বাহিনীকে স্ববর্গের দিকে একটি পতাকা হিসেবে উত্তোলিত করা হয়, এবং তা প্রকাশিত বাক্য চতুর্দশ অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্ববর্গদূতের বার্তাসমূহে আমি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। স্ববর্গদূতের মধ্য আকাশে উড়তে চিত্রিত করা হয়েছে, যারা সমগ্র বিশ্বকে একটি সতর্কবার্তা প্রচার করছে, এবং যা এই পৃথিবীর ইতিহাসের অন্তিম দিনগুলোতে বসবাসকারী মানুষের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। এই স্ববর্গদূতের কণ্ঠ কণ্ঠে শোনে না, কারণ তারা প্রতীকস্বরূপ, যা স্ববর্গীয় মহাবিশ্বের সঙ্গে সঙ্গত রথে কাজ করা ঈশ্বরের জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে। পুরুষ ও নারী, যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা আলোকিত এবং সত্যের মাধ্যমে পবিত্রকৃত, তারা এই তিনটি বার্তা তাদের ক্রমানুসারে ঘোষণা করে। নরিবাচতি বার্তাবলী, খণ্ড ২, ৩৮৭।

উচ্চ উত্তোলিত যে পতাকা, তা হলো মধ্যগগনে উড়ন্ত তৃতীয় স্ববর্গদূত, যে মানবজাতিকে পশুর চিহ্ন গ্রহণ না করতে সতর্ক করছে। পরাক্রমশালী সনোদল পৃথিবীব্যাপী সেই বার্তাটি প্রচার করতে থাকে, যতক্ষণ না মথিয়ালে উঠে দাঁড়ান এবং মানবজাতির পরীক্ষাকাল সমাপ্ত হয়।

আমরা এই ভাবনাগুলো পরবর্তী প্রবন্ধে চালিয়ে যাব।

মধ্যরাত্রে ধ্বনি উঠল, 'দেখ, বর আসছে; তাঁকে অভ্যর্থনা করতে বেরিয়ে যাও।' মথি ২৫:৬.